আল ইরশাদ-সহীহ আকীদার দিশারী

বিভাগ/অধ্যায়ঃ الشرك الأصغر ـ বা ছোট শিরক

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ শাইখ ড. ছলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান

ছোট শিরক

ছোট শিরক তাওহীদের মধ্যে ঘাটতি আনয়ন করে এবং সেটাকে ত্রুটিযুক্ত করে দেয়। মানুষের মধ্যে এমন অনেক ছোট শিরক রয়েছে, যা থেকে আল্লাহ তা'আলা এবং তার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে সতর্ক করেছেন। যাতে করে আকীদার সংরক্ষণ করা যায় এবং তাওহীদের হেফাযত করা হয়। কেননা এ ছোট শিরকগুলো তাওহীদে ঘাটতি আনয়ন করে। কখনো কখনো এগুলো বড় শিরকের দিকে নিয়ে যায়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

"অতএব তোমরা জেনে শুনে আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ স্থাপন করো না"। (সূরা আল বাকারা: ২২)

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, অত্র আয়াতে الأنداد বলতে এমন শিরক উদ্দেশ্য, যা আঁধার রাতে কালো পাথরের উপর দিয়ে পীপড়ার চলাচলের অপেক্ষা অধিক গোপনে সংঘটিত হয়। যেমন লোকেরা বলে থাকে আল্লাহর শপথ এবং তোমার জীবনের শপথ, হে অমুক! আমার জীবনের শপথ! এ ছোট্ট কুকুরটি ঘেউ ঘেউ না করলে আমাদের ঘরে চোর প্রবেশ করতো, ঘরে হাঁসগুলো তই তই না করলে আজ রাতে চোর আসতো, কেউ তার সাথীকে বলে থাকে, তুমি যা চাও এবং আল্লাহ তা'আলা যা চান এবং কোনো কোনো মানুষ বলে থাকে আল্লাহ না থাকলে এবং অমুক না থাকলে এমন হতো না। ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, তুমি কোনো ব্যাপারে অমুক অমুক বলবে না। এসবই শিরকের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম ইবনে আবী হাতিম হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

ইবনে আব্বাসের মতে উপরোক্ত বিষয়গুলো শিরকের মধ্যে গণ্য। আর শিরক বলতে ছোট শিরক উদ্দেশ্য। তবে আয়াত ছোট ও বড় উভয় প্রকার শির্কেই শামিল করে। ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু এসব বিষয় থেকে সর্বাধিক ছোট শিরক সম্পর্কে সতর্ক করার মাধ্যমে সবচেয়ে বড় শিরক থেকে সতর্ক করেছেন। কেননা এ শব্দগুলো অনেক মানুষের জবানে উচ্চারিত হতে দেখা যায়। তাদের কেউ অজ্ঞতা বশত আবার কেউ তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে এগুলো উচ্চারণ করে থাকে। এ ছোট শিরকগুলোর মধ্যে রয়েছে, ..

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=13231

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন